গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
প্রশাসন-১ অধিশাখা

বিষয়ঃ ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় বর্তমানে গৃহীত সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগসমূহ পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে সম্ভাব্য করনীয় সম্পর্কে আলোচনা এবং কার্যক্রম জোরদার ও সমন্বয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০১ আগস্ট, ২০১৯ রোজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত জরুরি সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : জনাব জাহিদ মালেক, মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
তারিখ : ০১/০৮/২০১৯ খ্রিঃ
সময় : বেলা ১২:৩০ টা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩৩২, ভবন নং-৩, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে বলেন, সারাদেশে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ সকলে আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছে যা প্রশংসনীয়। তবে পরিস্থিতি সামাল দিতে হলে সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা দরকার। ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে সারাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্তদের পরিসংখ্যান গ্রহণ করা হচ্ছে এবং চিকিৎসার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ কর্তৃক ৮ টি মনিটরিং টিম এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১০টি মনিটরিং টিম গঠন করা হয়েছে। তারা তাদের কার্যক্রম শুরু করেছেন। সভার ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র, সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিবসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে সংযোজিত।

২। মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় আরো বলেন যে, গত ০১-০১-২০১৯ হতে ৩১-০৭-২০১৯ পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালসমূহে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১৭,১৮৩ জন। ছাড়পত্র নিয়ে চলে যাওয়া রোগীর সংখ্যা ১২,২৬৬ জন। বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৪,৯০৩ জন। সরকারি হিসাব মতে মৃত রোগীর সংখ্যা ১৪ জন। গত ২৪ ঘন্টায় ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১,৪৭৭ জন। নেত্রকোনা জেলা ব্যাতীত ৬৩ জেলায় ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। হাসপাতাল সেবা কেন্দ্র, বাসস্থানসহ যে সকল স্থানে ডেঙ্গু বংশবিস্তার করতে পারে সে স্থান গুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে নির্দেশনা দিতে ঢাকার ২টিসহ সকল সিটি কর্পোরেশনকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। জনসচেতনা সৃষ্টির জন্য মাইকিং/লিফলেট বিতরণ/ব্যানার-ফেস্টুন তৈরি করে সরবরাহ করা হয়েছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে বাস টার্মিনাল/রেল স্টেশন/নদী বন্দর/বিমানবন্দরসমূহে ঔষধ ছিটানোসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের জন্য সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে মাঠ প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সরকারি/বেসরকারি/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত অফিস ভবন/মার্কেট ভবন/বসতবাড়ি/ফ্লাট এবং আঙ্গিনা স্ব-স্ব উদ্যেগে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা ও সকল সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য মাঠ প্রশাসনকে নির্দেশনা দেয়ার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ জানানো হয়।

৩। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ বলেন যে, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছুটি ও স্বাস্থ্য সেবার কাজে নিয়োজিত সকল চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত ছুটি বাতিল ও কর্মস্থল ত্যাগ না করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সকল সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানে যথাসময়ে রোগীর সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য সকল বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), সিভিল সার্জন, পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক, উপজেলা স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা-কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বেসরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান ডেঙ্গু পরীক্ষার জন্য ফি নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং যাতে চিকিৎসার যেকোন পর্যায়ে অতিরিক্ত কি আদায় করতে না পারে সে বিষয়ে মনিটরিং করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ফলোআপ চিকিৎসা এবং এ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যারা ডেঙ্গু নিয়ে সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হবেন তাদের নাম ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর, ব্লাড গ্রুপসহ অন্যান্য বিবরণী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে রেকর্ড রাখার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। দেশে ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় রোগীদের শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী ইনস্টিটিউটে চিকিৎসা প্রদানের জন্য চিকিৎসক, নার্স, টেকনোলজিস্ট, যন্ত্রপাতি ও আনসারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সমন্বয়ে চিকিৎসা সেবা শুরু করা হয়েছে।

৪। বর্তমানে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতিরোধ এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/সংস্থা
১.	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বলেন যে, ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মেয়র এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য সুপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগস্ট এর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্মতৎপরতা ৫৭ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ১১ টি ওয়ার্ড ডেঙ্গু মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। অনতিবিলম্বে বাকি ওয়ার্ডসমূহ ডেঙ্গু মুক্ত করা হবে। ১৭ - ২৭ জুলাই এ সমস্ত কার্যক্রম সিডিসি জড়িপ চালিয়ে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন। সামাজিক এবং রাজনৈতিক ও সরকারি অঙ্গসংগঠন/সংস্থাসমূহ সিটি কর্পোরেশনকে সাহায্য করছে। সেপ্টেম্বরের ১ম সপ্তাহের মধ্যে ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। **সিদ্ধান্তঃ** **১। ডিএসসিসি কর্তৃক গৃহীত কর্মপরিকল্পনা সমন্বয় সাধণের উদ্দ্যেশ্যে স্বাস্থ সেবা বিভাগে সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।** **২। ডিএসসিসিএর ৫৭ টি ওয়ার্ডকে ডেঙ্গু মুক্ত করার জন্য জনসচেতনতামূলক কর্মসুচি গ্রহণপূর্বক প্রচার কার্যক্রম ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা এবং নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা জন্য অনুরোধ জানানো হয়।** **৩। কার্যকর মশার ঔষধ ছিটানোর জন্য ডিএসসিসি-কে অনুরোধ জানানো হয়।**	মেয়র/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসডিসি) ও ঢাক উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনডিসি)
২.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বলেন যে, ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধ করার জন্য সারাবছর বিভিন্ন প্রকার সচেতনাতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। চিকুনগুনিয়া, ডেঙ্গু রোগবাহী এডিসমশা নিধনে যে ঔষধ ব্যবহার করা হত সে ঔষধ মাঠপর্যায়ে পরীক্ষা করে দেখা যায় ঔষধ নিম্নমানের এবং মশা নিধনে কার্যকর নয়। নিম্নমানের ঔষধ সরবরাহকারী ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কালো তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। নতুন ঔষধ আমদানির প্রক্রিয়া চলছে। ঔষধ আমদানিতে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সম্প্রতি তুলে দেয়া হয়েছে। নতুন ঔষধ আমদানির ক্ষেত্রে ৮ জনের সমন্বয়ে একটি টেকনিকাল টিম গঠন করা হয়েছে। পরিবেশের ক্ষতি না হয় এরুপ মানসম্মত কার্যকর ঔষধ আমদানি করা হবে। তিনি সকলকে মশারি ব্যবহার করার পরামর্শ। ইতোমধ্যে ১৪০০০ হাজার মশারি বিভিন্ন হাসপাতালে বিতরণ করা হয়েছে এবং ১৬০০০ হাজার মশারি বিতরণের জন্য মজুদ রয়েছে। ইতোমধ্যে উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সকল এলাকার ছাত্র-শিক্ষক ও মেডিকেল স্টুডেন্টস ও স্কাউটসদের সমন্বয়ে সভা করা হয়ছে এবং জনসচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যে বাড়িতে ডেঙ্গু রোগী পাওয়া যাবে স্পেশাল কেয়ারে মাধ্যেম সে বাড়ির আশেপাশে ৪০০ মিটার পর্যন্ত মশার ঔষধ ছিটানো হবে। তিনি আরো জানান যে, কলকাতায় ডেঙ্গু ছড়িয়ে পরেছিল তারা নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়েছে। সেসকল বিশেষজ্ঞ কাজ করেছেন তাদেরকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তারা এ বিষয়ে ঢাকা এসে পরামর্শ প্রদান করবেন। **সিদ্ধান্তঃ** **১। বছরব্যাপী যে পরকিল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে সমন্বয়ের স্বার্থে তা স্বাস্থ্য সেবা বিভাগে সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।** **২। ডিএনসিসিএর ৬৭ টি ওয়ার্ডকে ডেঙ্গু মুক্ত করার জন্য জনসচেতনতামূলক কর্মসুচি গ্রহণপূর্বক প্রচার কার্যক্রম ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা এবং নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা জন্য অনুরোধ জানানো হয়।** **৩। কার্যকর মশার ঔষধ ছিটানোর জন্য ডিএনসিসি-কে অনুরোধ জানানো হয়।**	মেয়র/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএনডিসি)

ক্রমিক	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/সংস্থা
৩.	সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বলেন যে, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডেঙ্গু বিস্তার করণীয় ও প্রতিরোধকল্পে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদেরকে নির্দেশনাপ্রদান করা হয়েছে। ছাঁত্র-ছাত্রীরা বাসা থেকে বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিরাপদে রয়েছেন বিধায় এ মূহুর্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ দেয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নি। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দপ্তর, অধিদপ্তর ও প্রকল্পে মাসিক ভিত্তিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্না কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে এবং প্রতি মাসের ৪ তারিখ প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। **সিদ্ধান্তঃ** **১। ডেঙ্গু রোগ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির উদ্দ্যেশ্যে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সাথে শিক্ষকগণ যাতে ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দেশনা প্রদান করে সে বিষয়ে অনুরোধ জনানো হয়।** **২। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও নিয়মিত মশক নিধনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।**	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়/মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৪.	সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ বলেন যে, ঈদের সময় বাড়ি গিয়ে বেশিরভাগ মানুষের ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেহেতু বেশি সেহেতু সবাইকে সচেতন থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। **সিদ্ধান্তঃ** **১। জেলা উপজেলার হাসপাতাসমূহে চিকিৎসা ব্যবস্থা জোরদার করা।** **২। ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যাতে ঢাকা ত্যাগ না করে সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান।** **৩। বাস স্টেশন, রেল স্টেশন, নৌ-বন্দর, বিমান বন্দরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখা।**	**মাননীয় মন্ত্রী**, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়/ রেলপথ মন্ত্রণালয়/নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। **সচিব**, স্থানীয় সরকার বিভাগ/সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ/রেলপথ মন্ত্রণালয়/নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫.	মহাসচিব, বাংলাদেশ প্রাইভেট প্রাকটিশনার এ্যাসোসিয়েশন জানান, mosquito repellent যেমন অডোমাস, এ্যারোসল এর উপরে ট্যাক্স কমায় এবং এগুলো যাতে সহজলভ্য হয় সেদিকে গরুত্বারোপ করতে হবে। **সিদ্ধান্তঃ** **১। অডোমাস, এ্যারোসল ও এ জাতীয় কীটনাশক এর উপরে ট্যাক্স কমানোর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের অনুরোধ জানাতে হবে।**	মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/শিল্প মন্ত্রণালয় সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
৬.	সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন জানান, এ বছর ডেঙ্গু জ্বরের ধরণ পরিবর্তন হওয়ার কারণে জনগণ ডেঙ্গু জ্বর কিনা তা বুঝতে পারছেন না। সেজন্য ঈদের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের জন্য জনগণকে অবহিত করতে হবে। **সিদ্ধান্তঃ এ বিষয়ে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য প্রচারণা চালাতে হবে।**	মাননীয় মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয় সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়
৭.	সভাপতি, বাংলাদেশ স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ জানান যে, তারা ইতোমধ্যে সকল জেলায় ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সঠিক চিকিৎসার জন্য পত্র দিয়েছেন। **সিদ্ধান্তঃ ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতাসহ সারাদেশে আন্তরিকতার সাথে চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রাখা।**	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ৮টি মনিটরিং টিম/ স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ১০ টি মনিটরিং টিম

ক্রমিক	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/সংস্থা
৮.	কান্ট্রি ডিরেক্টর, ডব্লিউ এইচও বলেন যে, অন্যান্য বছরের চেয়ে এ বছর ডেঙ্গু অনেক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনতা এবং সহযোগিতার জন্য লেজিসলেশন বিভাগকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে জোর দিতে হবে। ডেঙ্গু বিষয়ে গবেষণা ও যেকোন সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশে ডব্লিউএইচও সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে মর্মে জানান। সিদ্ধান্তঃ **১। লেজিসলেশন বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত হতে অনুরোধ জানানো হবে।** **২। ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে WHO এর সহায়তা অব্যাহত রাখা**	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/ কান্ট্রি ডিরেক্টর, WHO
৯.	মহাসচিব, সোসাইটি অব মেডিসিন, বাংলাদেশ বলেন যে, বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসা শতভাগ ফলপ্রসূ করা সম্ভব হবে যদি চিকিৎসগণ ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে যথাযথ চিকিৎসা জ্ঞান সম্পন্ন হন। ঈদুল আযাহা উপলক্ষে গরুর হাটে জমা পানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করা হলে ডেঙ্গু ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিন ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ডেঙ্গু রোগীদের চিকিৎসা বিষয়ে সেবা ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য ১৩ টি মেডিকেল কলেজ ১৩ টি চিকিৎসকদের এক্সপার্ট টিম গঠন করেছে। **সিদ্ধান্তঃ সারা দেশে সকল সরকারি/ বেসরকারি চিকিৎসকগণের নিকট ডেঙ্গু চিকিৎসা সংক্রান্ত গাইডলাইন পৌছানোর ব্যবস্থা করতে হবে।**	পরিচালক, আইইডিসিআরর/ রোগ নিয়ন্ত্রণ ও লাইন ডিরিক্টের (সিডিসি)
১০.	মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আগামী ১৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করার সর্বচ্চো চেষ্টা করা হবে। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে ইতোমধ্যে ইতোমধ্যে সরকারি বেসরকার হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসার জন্য নতুন বেড বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং কয়েকটি হাসপাতালে নতুন ইউনিট খোলা হয়েছে মর্মে জানান। **সিদ্ধান্তঃ** **১।চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা দুর করার এ ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা।** **২।ঈদুল আযাহার ছুটিতে সকল সরকারি বেসরকারি হাসপাতালকে স্বাস্থা সেবা প্রদানের জন্য প্রস্তুত রাখা**	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বি বিভাগ/ মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১১.	ডিরেক্টর, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মিটফোর্ড বলেন যে, ডেঙ্গু রোগীদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে কিন্তু হাসপাতালসমূহে পর্যাপ্ত ঔষধ নেই। আইভিফ্লুইড আইপিএইচ এর অতিরিক্ত চাহিদার কারণে এ দুটি ঔষধ যেন হাসপাতালগুলো নিজেরাই কিনতে পারে তার ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান। মহাপরিচাক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানান ইতোমধ্যে নিজেদের ক্রয় করার জন্য পত্র জারি করা হয়েছে। **সিদ্ধান্তঃ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজন অনুসারে সরাসরি বাজার থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ কিনবেন।**	সকল সরকারি বেসরকারি হাসপাতাল
১২.	মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর জানান, ডেঙ্গু পরীক্ষার কিটস্ সংকট সমাধানের জন্য ইতোমধ্যে আরো ৬৫ হাজার কিটস্ ক্রয় করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে আরো তিনটি প্রতিষ্ঠানকে আমদানী করার অনুমতি দয়া হয়েছে মর্মে জানান। **সিদ্ধান্তঃ প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের এমএসআর বাস্কেট থেকে সরাসরি প্রয়োজনীয় কীটস্ কিনবেন।**	পরিচালক হাসপাতাল (সকল)
১৩.	অধ্যাপক রুবিনা, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলেন যে, দুই শিফটে প্যাথলজিস্ট বসার জন্য মুগদা মেডিকেল কলেজ হসপাতালে খুব দ্রুত ৫ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট প্রয়োজন। **সিদ্ধান্তঃ অতি দ্রুত ৫ জন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট দেয়া হবে।**	সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

ক্রমিক	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/সংস্থা
১৪.	ডিরেক্টর, শিশু হাসপাতাল বলেন যে, অন্যান্য সচেতনতামূলক কার্যক্রমে পাশাপাশি সকল হাসপাতাল ক্যাম্পাসে মশক নিধনের ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। **সিদ্ধান্তঃ মশার ঔষধ (স্প্রে) ক্রয় করে নিয়মিত ও যথানিয়মে ব্যবহার করবেন।**	পরিচালক হাসপাতাল (সকল)

৫। সভাপতি সভায় আগত দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিবসহ সকলকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ জাতীয়ত সমস্যা সমাধানে তৎপর হয়ে ডেঙ্গু রোগ মোকাবেলা সম্ভব হবে বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাঃ/-
০৫-০৮-২০১৯
(জাহিদ মালেক)
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

নং-৪৫.০০.০০০০.১৪০.৯৯.০০৬.১৭-১১৭৪

তারিখঃ ০৫/০৮/২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/শিক্ষা মন্ত্রণালয়/বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।
২. মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
৩. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।
৪. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬. সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়/মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ/দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ/প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়/প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়/স্থানীয় সরকার বিভাগ/সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ/রেলপথ মন্ত্রণালয়/নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), শাহবাগ, ঢাকা।
৯. Dr. Bardan Jung Rana, WR, WHO.
১০. Dr. Nagpal WHO SEARO Entomologist.
১১. অতিরিক্ত সচিব (সকল), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
১২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
১৩. প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৪. প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন।
১৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর/ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর/নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৬. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৭. সভাপতি, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিক্যাল প্রাকটিশনার এ্যাসোসিয়েসন, ঢাকা।
১৮. সভাপতি, বাংলাদেশ স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ, ঢাকা।
১৯. সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা।
২০. সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
২১. মহাসচিব, বাংলাদেশ মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা।
২২. মহাসচিব, বাংলাদেশ স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ।
২৩. মহাসচিব, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিক্যাল প্রাকটিশনার এ্যাসোসিয়েসন, বিপিএমপিএ অফিস, ১২৫/২, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা।
২৪. মহাসচিব, বাংলাদেশ সোসাইটি অব মেডিসিন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
২৫. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, আইসিডিডিআরবি, মহাখালী, ঢাকা।

২৬. পরিচালক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল/বাংলাদেশ কুয়েত-মৈত্রী হাসপাতাল/সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল।
২৭. পরিচালক, শিশু হাসপাতাল, ঢাকা।
২৮. মহাপরিচালক, বারডেম হাসপাতাল।
২৯. পরিচালক (স্বাস্থ্য শিক্ষা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
৩০. পরিচালক (আইইডিসিআর), ঢাকা।
৩১. লাইন ডিরেক্টর, কমিউনিকেবল ডিজিস কন্ট্রোল, ঢাকা।
৩২. পরিচালক (স্বাস্থ্য), ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
৩৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩৪. সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ/স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩৫. সিস্টেম এনালিস্ট (কম্পিউটার সেল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩৬. জনসংযোগ কর্মকর্তা (পিআরও), মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
৩৭. সিভিল সার্জন, ঢাকা।

(শাহিনা খাতুন)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯৫৭৭৯৮৫
admin1@hsd.gov.bd